প্রথম আলো

তারিখ 24 JUL 2017
পৃ. 8 : 2

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলছে

তিতুমীরের শিক্ষার্থীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সরকারি তিতুমীর কলেজের ছাত্র সিদ্দিকুর রহমানের চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার ও শিক্ষার্থীদের নামে করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল রোববারও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। ঢাকা কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা সকালে পূর্বঘোষিত এ কর্মসূচি পালন করেন। তবে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পুলিশ ও ছাত্রলীগের বাধার মুখে তাঁরা কর্মসূচি পালন করতে পারেননি।

মিরপুর বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা কলেজ, কবি নজরুল কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে কোনো কর্মসূচি পালিত হয়নি।

রুটিনসহ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার দাবিতে গত বৃহস্পতিবার শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে জড়ো হয়েছিলেন সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়া রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে পুলিশের, 'কাঁদানে গ্যাসের শেলে' দুই চোখে আঘাত পান সিদ্দিকুর রহমান। ওই দিন রাতেই পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং হত্যাচেষ্টার অভিযোগে অজ্ঞাতনামা ১ হাজার ২০০ জনকে আসামি করে মামলা করে পুলিশ।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীরা। কলেজ ক্যাম্পাস ও এর সামনের রাস্তায় মিছিল শেষে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে রাস্তায় অবস্থান নেন শ দেড়েক শিক্ষার্থী। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান করেন তাঁরা। এ সময় ওই সড়কের এক পাশ বন্ধ ছিল। অন্য পাশ দিয়ে যান চলাচল করে।

সকাল নয়টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসে জড়ো হয়ে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা সিদ্দিকুরের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি বৃহস্পতিবারের ওই হামলার নিন্দা জানিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলটি পরে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় হয়ে আজিমপুরে ইডেন কলেজের সামনে যায়। পরে শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত হয়ে ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারের সামনে ফিরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ঢাকা কলেজের দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রাসেল সরদার বলেন, অবিলম্বে সিদ্দিকুরের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজনে তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে। আর এই ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে। যে পুলিশ তাঁর ওপর এই হামলা করেছে, ভিডিও দেখে সেই পুলিশ সদস্যকে শনাক্ত করে শাস্তি দিতে হবে।

আরেক শিক্ষার্থী আল আমিন *প্রথম আলো*কে বলেন, '২৪ ও ২৫ জুলাইও একইভাবে একই দাবিতে বিক্ষোভ করা হবে। দাবি না মানা হলে কলেজগুলোতে ধর্মঘট, অবরোধ এমনকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি দেওয়া হবে।' শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নেওয়ারও দাবি জানান তিনি।

এদিকে তিতুমীর কলেজের একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, তাঁরা কলেজের মূল ফটকের সামনে কর্মসূচি পালন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সকাল থেকেই কলেজের ফটকে অবস্থান নিয়ে পুলিশ তাঁদের বাধা দিতে থাকে। পরে তাঁরা কলেজের অদূরে আমতলীতে গেলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের মানববন্ধন কর্মসূচি পণ্ড করে দেন।

অভিযোগের বিষয়ে তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ডলার মাহমুদ প্রথমে বলেন, যাঁরা মানববন্ধন করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কলেজের শিক্ষার্থীই না। পরে তিনি বলেন, তাঁরা শিক্ষার্থী হয়েও কেন আমতলীতে গেলেন? তাঁদের মানববন্ধন করতে বাধা দেওয়া হয়নি। তাঁদের ডেকে এনে কথা বলা হয়েছে।